রায়দিঘি কলেজ সাংস্কৃতিক উপসমিতি

১৭/১২/২০২৪

বার্ষিক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০২৪

অনুষ্ঠানসূচি

রায়দিঘি কলেজের ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষের বার্ষিক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে ১৯/১২/২০২৪ (বৃহস্পতিবার) ও ২০/১২/২০২৪ (শুক্রবার)। নীচে অনুষ্ঠানসূচি দেওয়া হল।

প্রতিযোগিতা	স্থান	সময়
১৯ – ১২ – ২০২৪ (বৃহস্পতিবার)		
'বসে আঁকো'	বিবেকানন্দ ভবন চতুর্থ তল	সকাল ১০টা থেকে সকাল ১১টা
আবৃত্তি, রবীন্দ্রসঙ্গীত, নজরুলগীতি, লোকসঙ্গীত/ আধুনিক গান, নৃত্য	হল – ১, বিবেকানন্দ ভবন	সকাল ১১টা থেকে দুপুর ৩টে
২০ – ১২ – ২০২৪ (শুক্রবার)		
কুইজ	সেমিনার গ্যালারি, বিবেকানন্দ ভবন	সকাল ১১টা থেকে

পর্যাপ্ত সংখ্যক প্রতিযোগীর অভাবে **'বিতর্ক'** ও **'তাৎক্ষণিক বক্তৃতা'** প্রতিযোগিতাদুটি অনুষ্ঠান থেকে বাদ দেওয়া হল এবারের মতো। নীচে আরেকবার নিয়মাবলী দেওয়া হল।

যে কোনও প্রয়োজনে হোয়াটসঅ্যাপ - ৯৮৩০৩৯১৬২৮

শুভংকর ঘোষ রায় চৌধুরী

(আহ্বায়ক, সাংস্কৃতিক উপসমিতি)

রায়দিঘি কলেজ সাংস্কৃতিক উপসমিতি

বার্ষিক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০২৪ – এর নিয়মাবলী

ক্রমিক	প্রতিযোগিতার বিষয়	নিয়মাবলী	সময়সীমা
১	*রবীন্দ্রসঙ্গীত*	হারমোনিয়াম ও তবলার সঙ্গতে গাইতে হবে।	৫ মিনিট
২	*নজরুলগীতি*	হারমোনিয়াম ও তবলার সঙ্গতে গাইতে হবে।	৫ মিনিট
৩	*লোকগীতি/আধুনিক*	হারমোনিয়াম ও তবলার সঙ্গতে গাইতে হবে।	৫ মিনিট
৪	*আবৃত্তি*	সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ***'সাঁকোটা দুলছে'*** কবিতাটি আবৃত্তি করতে হবে। কবিতাটি নীচের পাতায় দেওয়া রইল।	৫ মিনিট
৫	*কুইজ*	• ২ জনের দল হতে হবে। • কুইজের রাউন্ড – ১) ভারতের ইতিহাস, ২) খেলাধুলো, ৩) অডিও/ভিসুয়াল, ৪) এখনকার সময়, ৫) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ৬) সুন্দরবন।	১০ সেকেন্ড (বোনাস পয়েন্টের জন্য ৫ সেকেন্ড)
৬	*বসে আঁকো*	• বিষয় – **'নারী স্বাধীনতা'** • রঙের ব্যবহার থাকতে হবে।	১ ঘণ্টা
৭	*নৃত্য (সোলো)*	রবীন্দ্রসঙ্গীত/নজরুলগীতি/ভজনের সঙ্গে	৫ মিনিট

**গানের প্রতিযোগিতায় শিল্পীদের জন্য কলেজের পক্ষ থেকে হারমোনিয়াম ও তবলার আয়োজন করা হবে।*

**বসে আঁকো প্রতিযোগিতায় শিল্পীদের জন্য কলেজের পক্ষ থেকে আর্ট পেপারের ব্যবস্থা রাখা হবে।*

আবৃত্তির জন্য নির্ধারিত কবিতা

সাঁকোটা দুলছে / সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

মনে পড়ে সেই সুপুরি গাছের সারি
তার পাশে মৃদু জ্যোৎস্না মাখানো গ্রাম
মাটির দেয়ালে গাঁথা আমাদের বাড়ি
ছোট ছোট সুখে সিদ্ধ মনস্কাম।

পড়শি নদীটি ধনুকের মতো বাঁকা
উরু ডোবা জলে সারাদিন খুনশুটি
বাঁশের সাঁকোটি শিশু শিল্পীর আঁকা
হেলানো বটের ডালে দোল খায় ছুটি।

এপারে ওপারে ঢিল ছুঁড়ে ডাকাডাকি
ওদিকের গ্রামে রোদ্দুর কিছু বেশি
ছায়া ঠোঁটে নিয়ে উড়ে যায় কটি পাখি
ভরা নৌকায় গান গায় ভিন দেশি।

আমার বন্ধু আজানের সুরে জাগে
আমার দুচোখে তখনো স্বপ্নলতা
ভোরের কুসুম ওপারে ফুটেছে আগে
এপারে শিশির পতনের নীরবতা।

আমার বন্ধু বহু ঝগড়ার সাথী
কথায় কথায় এই ভাব এই আড়ি
মার কাছে গিয়ে পাশাপাশি হাত পাতি
গাব গাছে উঠে সে-হাতেই কাড়াকাড়ি।

আমার বন্ধু দুনিয়াদারির রাজা
মিথ্যে কথায় জগৎ সভায় সেরা
দোষ না করেও পিঠ পেতে নেয় সাজা
আমি দেখি তার সহাস্য মুখে ফেরা।

আমাদের ছুটি মন-বদলের খেলা
আমাদের ছুটি অরণ্যে খোঁজাখুঁজি
আমাদের ছুটি হাসি কান্নার বেলা
আমাদের ছুটি ইঙ্গিতে বোঝাবুঝি।

খেলায় খেলায় জীবন পৃষ্ঠা ওড়ে
খেলায় খেলায় ইতিহাস দেয় উঁকি
এদিকে ওদিকে পৃথিবীর পিঠ পোড়ে
কত না মানুষ ভুরু কুঁচকিয়ে সুখী।

বন্ধু হারালে দুনিয়াটা খাঁ খাঁ করে
ভেঙে যায় গ্রাম, নদীও শুকনো ধূ ধূ
খেলার বয়েস পেরোলেও একা ঘরে
বার বার দেখি বন্ধুরই মুখ শুধু।

সাঁকোটির কথা মনে আছে, আনোয়ার?
এত কিছু গেল, সাঁকোটি এখনো আছে
এপার ওপার স্মৃতিময় একাকার
সাঁকোটা দুলছে, এই আমি তোর কাছে।